দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 10 OCT 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সাড়ে ৩ কোটি টাকাসহ প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের ৪ সদস্য গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার ॥ তিন কোটি ৫০ লাখ টাকাসহ মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের চার সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। শুক্রবার রাত থেকে রবিবার গভীর রাত পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। তারা হলো- সাবিনা ইয়াসমিন তিন্নি, মোঃ রাশেদুজ্জামান রিপন, ডাঃ মোঃ সামছুর রশীদ দিপু ও ডাঃ মোঃ সোলায়মান হোসেন ওরফে মেহেদী। এ সম্পর্কে র‍্যাব-১০ এর কোম্পানি কমান্ডার এএসপি আবুল কালাম আজাদ বলেন, আগেই সোর্স নিশ্চিত করে, একটি প্রতারক চক্র মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের চেষ্টা চালাচ্ছে। ভুয়া প্রশ্নপত্র তৈরি করে তা ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র হিসেবে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সরবরাহ করে প্রতারণার মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেয়াই ছিল তাদের কাজ। মোবাইল (২ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

সাড়ে ৩ কোটি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ফোন, ইমেইল, ফেসবুক মেসেঞ্জার, ইমো, হোয়াটসএ্যাপ, ভাইবার ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কথিত প্রশ্নপত্র বিতরণেরও উদ্যোগ নিয়েছিল তারা। এ খবরে র‍্যাব-১০ এর একটি দল শুক্রবার রাত থেকে রবিবার মধ্যরাত পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেফতার করে। পরে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে র‍্যাবকে তারা জানায়, মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার সময় তারা ভুয়া প্রশ্নপত্র তৈরি করে। পরে প্রশ্নপত্র ফাঁস করার নামে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রশ্নপত্র সরবরাহের আশ্বাস দিয়ে অগ্রিম চেক, নগদ টাকা গ্রহণ, ছাত্র-ছাত্রীদের একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, ভর্তিচ্ছুদের অভিভাবকদের ভোটার আইডিকার্ড নিয়ে নেয়। এরপর তারা ফেসবুক, মেসেঞ্জার, ইমো, হোয়াটসএ্যাপ, ভাইভার জাতীয় এ্যাপস্ ব্যবহার করে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় প্রশ্নপত্র সরবরাহ করে। অভিযানের সময় গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্যাংকের ৪৬টি টাকার অঙ্ক বসানো চেক, যাতে সর্বমোট তিন কোটি পঞ্চাশ লাখ ২৫ হাজার টাকা এবং ৬টি টাকার অঙ্ক বসানো ছাড়া (ব্ল্যাঙ্ক) চেকসহ মোট ৫২টি চেক, পরীক্ষার্থীদের ২২টি এ্যাডমিট কার্ড, ২২টি একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, প্রশংসাপত্র, ৫ সেট কথিত প্রশ্নপত্র, ৬টি মোবাইল ফোন ও একটি পেনড্রাইভ উদ্ধার করা হয়। এ ব্যাপারে হাজারীবাগ থানায় একটি মামলা হয়েছে।